দৈনিক ইত্তেফাক

MAY 31 2002

তথ্যপ্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণে সরকার সর্বশক্তি নিয়োগ করবে ----------শিক্ষামন্ত্রী

ইত্তেফাক রিপোর্ট ॥ গতকাল বৃহস্পতিবার ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজীর নবীনবরণ, বিদায় সংবর্ধনা ও বিশেষ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির ভাষণে শিক্ষামন্ত্রী ড. ওসমান ফারুক বলেন, বর্তমান সরকার তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা সম্প্রসারণে সর্বশক্তি নিয়োগ করবে এবং এই লক্ষ্যে বেসরকারী খাতকে প্রয়োজনীয় সকল সহযোগিতা দেয়া হবে। দৈনিক ইত্তেফাক ও নিউ নেশনের সম্পাদকমণ্ডলীর সভাপতি ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন এবং জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর ড. আবদুল মমিন চৌধুরী অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন। ইনস্টিটিউটের প্রতিষ্ঠতা ও চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. শাহিদা রফিক সভাপতিত্ব করেন। প্রফেসর ড. কামরুন্নেসা ও শারমিন পারভীন বক্তব্য রাখেন।

শিক্ষমন্ত্রী বলেন, বর্তমান সহস্রাব্দ হচ্ছে তথ্য প্রযুক্তির সহস্রাব্দ। এই সহস্রাব্দে তথ্য প্রযুক্তিতে যারা পিছিয়ে পড়বে, তারা সামগ্রিকভাবেই পিছিয়ে পড়বে। তথ্য প্রযুক্তি খাতে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের দায়িত্ব হবে এই খাতের সম্প্রসারণ ও গুণগতমানের উন্নয়ন। আমাদের আরও দ্রুত তথ্য প্রযুক্তি খাতে এগিয়ে যেতে হবে। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, আমাদের দেশে তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষার প্রতিষ্ঠানসমূহ মূলত ঢাকা ও চট্টগ্রামকেন্দ্রিক। এসব প্রতিষ্ঠানকে সমগ্র দেশে ছড়িয়ে দিতে হবে।

মইনুল হোসেন

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন দেশ গড়ার লক্ষ্যে সংকীর্ণ মানসিকতা পরিহারের তাগিদ দিয়ে বলেন, দেশ গঠন কোন শ্লোগান বা বুলির ব্যাপার নয়। এটি জ্ঞান ও উদার মানসিকতার বিষয়। দেশ গড়ার জন্য প্রয়োজনীয় মেধা ও যোগ্যতা আমাদের অর্জন করতে হবে। তিনি বলেন, আমাদের পশ্চাৎপদতার জন্য দারিদ্র্য দায়ী নয়, জ্ঞানের অনটন এবং শিক্ষার অভাবই আমাদের দরিদ্র করে রেখেছে। আমাদের দরিদ্র এবং সম্পদহীন বলা হলেও বর্তমান যুগের অর্থনীতি হচ্ছে জ্ঞাননির্ভর অর্থনীতি। জ্ঞানই শক্তি, একথা বর্তমান যুগে আরও বেশী সত্য। যাদের জ্ঞান আছে তাদের অন্য সম্পদ থাকা তেমন জরুরী নয়।

ব্যারিস্টার মইনুল হোসেন বলেন, একজন তরুণকে শিক্ষায় দুর্বল করে রাখার অর্থ জাতিকে দুর্বল করে রাখা। বর্তমান বিশ্বের ক্রম অগ্রসরমান কম্পিউটার প্রযুক্তির সঙ্গে তাল রেখে আমাদের তরুণদেরও এই প্রযুক্তিতে শিক্ষিত করে তুলতে হবে এবং প্রয়োজনে কম্পিউটার প্রযুক্তির ভালো শিক্ষক বাইরে থেকে আনতে হবে। ভালো শিক্ষকদের ভাল বেতন দিয়ে দেশে থাকতে আগ্রহী করে তুলতে হবে।

প্রফেসর ড. আবদুল মমিন চৌধুরী বলেন, দেশে কম্পিউটার শিক্ষার প্রতিষ্ঠান বাড়ালেই চলবে না, বর্তমান প্রতিষ্ঠানসমূহকে এই প্রযুক্তির দ্রুত অগ্রসরমানতার সঙ্গে তাল রাখতে হবে। তিনি কম্পিউটার প্রযুক্তির ভালো প্রশিক্ষক তৈরীর ওপর গুরুত্ব দেন।

প্রফেসর ড. শাহিদা রফিক বলেন, একুশ শতকের প্রযুক্তি কম্পিউটার প্রযুক্তিতে তরুণসমাজকে শিক্ষিত করে তোলা এবং এই প্রযুক্তির মাধ্যমে দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যেই ইনস্টিটিউট অব সাইন্স এণ্ড টেকনোলজী গড়ে তোলা হয়েছে।